ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-৯৬৭

আগরতলা, ১২ জুন, ২০১৮

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় সরকার যে যোজনাগুলি চালু করেছে তা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে বর্তমান সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

কোনও ব্যক্তির শরীর ও আত্মা যদি একাত্ম না হয় তাহলে সেই ব্যক্তি কোনও কাজেই সাফল্য লাভ করতে পারবে না। ঠিক তেমনিই কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যদি কৃষকদের গভীর সংযোগ স্থাপন না করা যায় তবে কৃষিতে সাফল্য আসতে পারে না। তাই আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে করেছেন। আজ উদয়পুরের রাজর্ষি হলে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার কৃষকদের মধ্যে কৃষি সামগ্রী বিতরণ এবং ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যের অর্থনীতি মূলত: কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের জন্য যে সকল যোজনাগুলি চালু করেছে তা আমাদের রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষ্মী আখ্যা দিয়ে রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। আমাদের রাজ্যের বিগত সরকার এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। কিন্তু বর্তমান সরকার জনগণের সরকার। শপথ গ্রহণ করার পরই মন্ত্রী-বিধায়কদের দায়িত্ব হলো রাজ্যের ৩৭ লক্ষ জনগণের উন্নয়নে কাজ করা। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে এবছর কৃষকদের ৪,৪৫৪টি পাওয়ারটিলার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় তিনগুণ বেশি। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত কৃষকদেরই এইগুলি বিতরণ করা হবে। রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রীর বিচারধারাকে গ্রহণ করেই কৃষকদের সাথে গভীর সংযোগ স্থাপন করার লক্ষ্যেই কাজ করছে। সেইজন্য রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের বর্তমান নাম পরিবর্তন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে কৃষকদের সঙ্গে কৃষি দপ্তরের গভীর সংযোগ স্থাপন হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে কোনও উন্নয়নমূলক কাজে সরকারের ইতিবাচক মনোভাব থাকা দরকার। ভেদাভেদ মনোভাব নিয়ে কাজ করলে কোনও সরকার শ্রেষ্ঠ সরকার হতে পারে না। পূর্বতন রাজ্য সরকার ছিলো লক্ষ্যহীন সরকার। বিগত সরকার গত ২৫ বছর যদি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করতো তাহলে অনেক আগেই রাজ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তাদের নেতিবাচক মনোভাবের কারণে রাজ্যের প্রকৃত কোনও উন্নয়নই হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকার এই তিনমাসের মধ্যেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যেমন কর্মচারীদের সপ্তম পে কমিশন দেওয়া, স্বচ্ছ নিয়োগনীতি প্রণয়ন করা, মহিলা নির্যাতন রোধ করার জন্য পুলিশের চাকুরীতে মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করা, কোনও ব্যক্তি চাকুরীরত অবস্থায় মারা গেলে তার স্ত্রীকে চাকুরী দেওয়া হলে সেই মহিলা যদি অন্যত্র পুনরায় বিবাহ করে তবে মৃত ব্যক্তির মা-বাবাকে পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা, হোমগার্ডদের বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি।

*****২-এর পাতায়**

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ফসলের ক্ষতি হলে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, রাজ্যের ২১ হাজার ৫০০ হেক্টর কৃষি জমিকে হাইরিস্ক জোন চিহ্নিত করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বীমার প্রিমিয়াম বহন করার দায়িত্ব নিয়েছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। নেশাকারবারী ও জমির মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও ধরণের আপোষ করা হবে না। এই সরকার হলো জনগণের সরকার। প্রধানমন্ত্রীজীর সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্রে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্যের ক্যুইন ভ্যারাইটির আনারস দেশ-বিদেশে বাজারজাত করার উদ্যোগ শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইতিমধ্যেই রাজ্যের ক্যুইন আনারসকে স্টেট ফ্রুট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষকদের আয়ও বাড়ছে যা প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, রাজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। তাই কৃষকদের যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করা যায় তাহলে রাজ্যেরও উন্নয়ন সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার। আমরা সেই স্বপ্ন পূরণ করার লক্ষ্যে কাজ করছি। সেই জন্য কৃষকদের বিনামূল্যে সার, বীজ বিতরণের পাশাপাশি ভর্তুকিতে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতিও প্রদান করা হচ্ছে। কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৩৬টি কৃষকবন্ধু কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কৃষি দপ্তর। ইতিমধ্যেই ৬টি কৃষকবন্ধু কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সেখানে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২০২২ সালের মধ্যেই কৃষকদের দ্বিগুণ আয় করার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ এবং কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরালু। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে কৃষকদের মধ্যে ৮৬টি পাওয়ারটিলার, ৫০ ইউনিট বাদামের বীজ, ২০টি সয়েল হেলথ কার্ড, ৭০ ইউনিট নারকেলের চারা, ১০ ইউনিট শূকর ছানা এবং ১০টি যৌথ দায়বদ্ধতা দলকে ঋণ অনুমোদনপত্র দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ এই কৃষি সামগ্রীগুলি কৃষকদের হাতে তুলে দেন।

*****